১৭.১০ স্থাপত্যশিল্প
Architecture

১। কুব্বাতুল সাখরা মসজিদ ঃ উমাইয়া খলিফাগণ স্থাপত্যশিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলে এবং তাঁদের আমলে এর যথেষ্ট উন্নতি হয়। উমাইয়া খলিফা মাবিয়া মসজিদের মিনারের প্রবর্ত করেন। মাক্‌রিজীর মতে, মাবিয়ার আদেশে মাসলামা আয়ান দেয়ার জন্য মিনার নির্মাণ করেন খারিজিগণ কর্তৃক আক্রান্ত হবার পর মাবিয়া 'মাকসুরা' (Magsurah) প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফ আবদুল মালিক ও তদীয় পুত্র প্রথম ওয়ালিদের রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জেরুজালেমের 'কুব্বাতুল সাখরা'(The Dome of the Rock) প্রথম যুগের মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের সর্বোত্তম নিদর্শন।

প্রথম যুগের মুসলমানদের এটাই প্রথম গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। গম্বুজটি কাঠের নির্মিত ছিল; কিন্তু বাইরের দিক সীসা দ্বারা আবৃত ও অভ্যন্তর ভাগ প্লাস্টার দ্বারা চিত্রিত ছিল। মসজিদের দেওয়ালগুলো অর্ধগোলাকার পাথর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। 'কুব্বাতুল সাখরা' মসজিদটি যেখানে অবস্থিত সে স্থানটির সাথে হযরত মুহাম্মদের (স) মেরাজ জড়িত ছিল বলে মুসলমানগণ একে পবিত্র বলে মনে করে থাকে। কথিত আছে, হযরত মুহাম্মদ (স) এ স্থান হতে মেরাজ উপলক্ষে উর্ধ্বলোক পরিভ্রমণ করেছিলেন। মুসলমানদের নিকট এ মসজিদটি স্থাপত্য সৌন্দর্য ও শিল্পগত মূল্যের চেয়ে আরও অনেক কিছু দাবি করে— এটা তাদের ধর্মবিশ্বাসের জীবন্ত প্রতীক।

'কুব্বাতুল সাখরা' মসজিদে বাইজানটাইনীয় শিল্প পদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠে। সিরিয়ায় সিরীয়-বাইজানটাইনীয় পদ্ধতি, মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে নেস্টোরীয় ও সামানীয় পদ্ধতি এবং মিশরে কপটিক শিল্পের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

'কুব্বাতুল সাখরা' মসজিদের নিকটে আবদুল মালিক 'আকসা মসজিদ' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ৭৭১ খ্রিস্টাব্দে ভূমিকম্পের ফলে এ আকসা মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর এটা পুনর্নির্মাণ করেন।

২। উমাইয়া মসজিদ ঃ সিরিয়ায় দামেশ্‌কের মসজিদ পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সৌধ। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমদিকে স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ওয়ালিদ-বিন-আবদুল মালিক এ মসজিদ নির্মাণ করেন। উমাইয়াদের নামানুসারে তিনি একে 'উমাইয়া মসজিদ' নামে অভিহিত করেন। এ মসজিদের নামাজের জন্য মিহরাব আছে। এর খিলানগুলো ঘোড়ার পায়ের খুরাকৃতি বিশিষ্ট এবং অভ্যন্তরভাগ মার্বেল পাথর ও মোজাইক দ্বারা নির্মিত এবং মসজিদটি সিরীয় বাইজানটাইনীয় শিল্পাদর্শে নির্মাণ করা হয়।

৩। মদিনার মসজিদ সংস্কার ঃ বিখ্যাত ভূগোলবিদ আল-মাক্‌দিসী দশম শতাব্দীর শেষভাগে এ মসজিদ পরিদর্শন করে এর স্থাপত্য সৌন্দর্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। কালের বিবর্তন সত্ত্বেও উমাইয়া মসজিদটি মুসলমানদের নিকট পৃথিবীর চতুর্থ আশ্চর্য বস্তু বলে পরিগণিত হয়েছে। প্রথম ওয়ালিদ মদিনার মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় বহু স্কুল ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি অন্ধ, খোঁড়া ও কুষ্ঠরোগীদের জন্য অনাথাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। তিনিই প্রথম নবীর মসজিদে মিহ্‌রাব ও আজানের জন্য মিনার নির্মাণ করেন।

৪। মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ঃ মসজিদ নির্মাণে অমুসলমান কারিগর ও রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত হলেও এর স্থাপত্যশিল্পে প্রধানত মুসলিম রীতিই অনুসৃত হয়েছিল। কারণ, এটা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রয়োজন এবং রুচি ও নির্দেশ অনুসারে নির্মিত হয়। মসজিদ ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে কোন চিত্রাঙ্কন করা হত না। প্রতিমা ও মূর্তি খোদাই করার পরিবর্তে সুদৃশ্য হস্তলিপি খোদাই করা হত এবং মিহরাব, মিম্বার, মিনার, বিভিন্ন প্রকারের খিলান ও নানা আকারে গম্বুজ নির্মাণ করা হত।

৫। সুলায়মানের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ঃ উমাইয়া খলিফা সুলায়মান রামলা শহর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক মুকাদ্দাসীর (বা মাক্‌দিসী) মতে, এটা মার্বেল পাথরের স্তম্ভ ও মেঝে বিশিষ্ট একটি সুন্দর মসজিদ। তিনি আলেপ্পোতেও প্রথম জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

৬। কুসাইর আমরাহ ঃ স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে উমাইয়া খলিফাগণ যে কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভ রেখে গিয়েছেন, এদের মধ্যে কুসাইর আমরাহ (আমরাহর ক্ষুদ্র দুর্গ) প্রধান। প্রথম ওয়ালিদ এ দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। লাল রঙের চুনা পাথর দ্বারা নির্মিত এ দুর্গে একটি মিলনায়তন এবং তিনটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট একটি গোসলখানা ছিল। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে অলৌস মুশিল কুসাইর আমরাহ এটা আবিষ্কার করেছিলেন।